Director EX

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ -২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofl.gov.bd

২৭ ফাল্গুন ১৪১৯
তারিখ ঃ ---------------
১১ মার্চ ২০১৩

মপ্রাম/প্রাস-২/বুল স্টেশন/১৬/২০১২/৮৪

বিষয় ঃ বেসরকারী পর্যায়ে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন।

সূত্র ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্মারক নং-শাখা-৫/আঃবঃনী-৩(অংশ-৩)/২০০৭/৮৯৭ তারিখ ৩১/১২/২০১২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে প্রেরিত "বেসরকারী পর্যায়ে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালার" খসড়া প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ নীতিমালা।

(আফিয়া খাতুন)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১১১৭
ই-মেইল : afia85@yahoo.com

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ফার্মগেট, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রাস) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Livestock-2 2013\DLS-2013.doc

বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

ভূমিকাঃ গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও গাভীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে বিগত ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে অষ্ট্রেলিয়া হতে হলষ্টেইন ফ্রিসিয়ান এবং জার্সী জাতের ষাঁড় আমদানী করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নের ধারা চালু করা হয় এবং ১৯৭৫ সাল থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ২৮১৩টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক কৃত্রিম প্রজনন চাহিদার প্রায় ৬৬% পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছে। সে নিরিখে দেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। সে বিবেচনায় কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৪৮৩৭.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০০০ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্তে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে নতুন ১০০০টি ইউনিয়ন কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩৮৩.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর মাধ্যমে বৃহত্তর ২২টি জেলা সদরের ৫০০০ জন সংশ্লিষ্ট খামারীকে প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পদক্ষেপ গৃহিত হচ্ছে। এ সকল খামারীর নিকট থেকে উন্নত এবং সংকর ও কাঙ্খিত জাতের ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারে প্রতিপালন ও এদের গুণাগুণ পরীক্ষাপূর্বক ষাঁড় নির্বাচন করতঃ নির্বাচিত ষাঁড় থেকে উৎপাদিত সিমেন কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সরকারের নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার বেসরকারী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় National Livestock Developmdnt Policy-2007 ও পশু রোগ বিধিমালা-২০০৮ এর আলোকে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বেসরকারী খাতে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহন করতে যাচ্ছে।

১। সিমেন আমদানীর জন্য শর্তসমূহ ঃ

১.১ নির্ধারিত ব্রিডিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-"ক");

১.২ Proven Bull এর সিমেন হতে হবে এবং সিমেনের উৎস সংশ্লিষ্ট দেশের Breeding society কর্তৃক Proven Bull হিসেবে অনুমোদিত হতে হবে;

১.৩ রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিমেন উৎপাদনকারী Bull সমূহের স্বাস্থ্য সনদ থাকতে হবে;

১.৪ সিমেন আমদানীর উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক আমদানীকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আবেদন করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন নিতে হবে। আমদানী ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহনের পূর্বেই কর্ম এলাকা ও খামরী নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এলাকা নির্ধারনের ক্ষেত্রেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

১.৫ প্রজনন কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই আমদানীকৃত সিমেনের মান সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে পরীক্ষান্তে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করতে হবে;

১.৬ সিমেন আমদানী উত্তর কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে;

৭ সিমেন সংরক্ষণের জন্য একটি আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক জীব নিরাপত্তা সংরক্ষণাগার ও অফিস সরঞ্জাম থাকতে হবে। তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত হবে:

১.৭.১ এয়ার কন্ডিশনযুক্ত প্রমান সাইজ কক্ষ;

১.৭.২ মাইক্রোস্কোপ;

১.৭.৩ সিজারস;

১.৭.৪ ওয়াটার বাথ;

১.৭.৫ থয়িং বিকার বা ট্রে;

১.৭.৬ গ্লাস স্লাইড ও কভার স্লিপ;

১.৭.৭ গরম পানি করার ব্যবস্থা ও ফ্লাস্ক;

১.৭.৮ থার্মোমিটার;

১.৭.৯ ক্রায়োক্যান ও তরল নাইট্রোজেন;

১.৭.১০ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি;

২। বুল স্টেশন ও সিমেন উৎপাদন ল্যাব স্থাপন ঃ

২.১ নির্ধারিত নীতিমালা ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-"ক")।

২.২ উপযুক্ত আর্থিক সামর্থ থাকতে হবে (স্বপক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে)।

২.৩ প্রতি ষাঁড়ের জন্য ২০-৩০ শতক জমি থাকতে হবে।

২.৪ বুল সেড, আইসোলেশন সেড, কোয়ারেনটাইন সেড, কালেকশন সেড ও Bull এর ব্যায়াম এর জন্য জায়গা থাকতে হবে। Bull Station এ অবশ্যই রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান এবং ব্রিডিং বিশেষজ্ঞও নিয়োজিত থাকতে হবে।

২.৫ ল্যাবরেটরীতে কাজ করার জন্য কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল থাকতে হবে। জনবলের তালিকা মহা-পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২.৬ তরল সিমেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ (১) আলাদা সিমেন সংগ্রহ ঘর ও ট্রাভিস (২) কৃত্রিম যোনী (Artificial Vagina) ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৩) কালেকশন ভায়াল (৪) মিজারিং সিলিন্ডার (৫) কনিক্যাল ফ্লাস্ক (৬) মাইক্রোস্কোপ (৭) হট ওয়াটার ওভেন (৮) স্টেরিলাইজার (৯) ওয়াটার বাথ (১০) চার্লিং মেশিন (১১) ফ্রিজ (১২) সিমেন ভায়াল (১৩) ফটোমিটার (১৪) ব্রাশ (১৫) ফিল্টার পেপার (১৬) কটন (১৭) স্লাইড (১৮) কভার স্লিপ (১৯) ওয়েট ব্যালেন্স (২০) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (২১) স্যাভলন (২২) ক্যামিকেলস ও মেডিসিন ইত্যাদি থাকতে হবে।

২.৭ হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ (১) আলাদা ওয়াসিং, সিমেন সংগ্রহ ঘর এবং ট্রাভিস (২) মাইক্রোস্কোপ (মনিটরসহ) (৩) চার্লিং মেশিন (৪) সিলিং ফিলিং মেশিন (৫) তরল নাইট্রোজেন ট্যাংক (ভ্যার্টিক্যাল-১২৫ লিটার) (৬) ফ্রিজার মেশিন (৭) প্রিন্টিং মেশিন (৮) ডিস্টিল ওয়াটার প্লান্ট (৯) সিমেন কনটেইনার (১০) নাইট্রোজেন কনটেইনার (১১) কম্পিউটার (১২) ফটোমিটার (১৩) কনিক্যাল ফ্লাস্ক (১৪) মিজারিং ও আইস সিলিন্ডার (১৫) স্লাইড ও কভার স্লিপ (১৬) সিমেন স্ট্র (১৭) কৃত্রিম যোনী (Artificial Vagina) (১৮) ফিল্টার পেপার (১৯) ফ্রুকটোস (২০) গ্লিসারিন (২১) লিটমাস পেপার (২২) কালেকশন ভায়াল (২৩) থার্মোফ্লাস্ক (২৪) থার্মোমিটার (২৫) ফ্রিজ (২৬) ওয়াটার বাথ (২৭) ওভেন (২৮) ষ্ট্যাবিলাইজার (২৯) ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার (৩০) কটন (৩১) ওয়েট

এন্ড ব্যালেন্স (৩২) সিজারস (৩৩) সিরিঞ্জ (৩৪) ক্যামিক্যালস ও মেডিসিন (৩৫) জেনারেটর (৩৬) এন্টিসেপটিক ও রিলেটেড ক্যামিক্যালস (৩৭) হাইজিন ম্যানেজমেন্টের জন্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি থাকতে হবে।

২.৮ আন্তর্জাতিক প্রাণি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (OIE) এর নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

২.৯ যন্ত্রপাতি বিধৌতকরণ, সিমেন সংগ্রহ করণ, প্রক্রিয়াজাত করন ও পরীক্ষা নিরিক্ষা ইত্যাদির জন্য পূর্ণ আধুনিক বায়োসেফটি গবেষণাগার থাকতে হবে।

২.১০ সিমেন উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রজনন ষাঁড় বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে নির্বাচিত এবং রোগ মুক্ত হতে হবে।

২.১১ উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন/সি.ভি.ও কিংবা তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়মিত ভাবে সিমেনের মান ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন।

২.১২ এ নীতিমালা কার্যকরী হওয়ার পূর্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে কোন বেসরকারী সংস্থা, এনজিও বা এন্টারপ্রাইজের মধ্যে Bull Station স্থাপন সংক্রান্ত কোন প্রকার চুক্তি বা এম ও ইউ স্বাক্ষরিত হয়ে থাকলেও এ নীতিমালা প্রণয়নের পর উহা অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

৩.০ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনাঃ

৩.১ নির্ধারিত Breeding নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-"ক")।

৩.২ মাঠ পর্যায়ে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃত্রিম প্রজনন কর্মীকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যক্রম (Syllabus) ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। যদি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহন পূর্বক কৃত্রিম প্রজনন কর্মী হিসেবে কাজ করার উপযুক্ত কিনা সে মর্মে সনদ পত্র প্রদান করবে।

৩.৩ প্রজননকৃত গাভীর প্রজেনী রেকর্ড সুষ্ঠু ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রজেনী পারফরমেন্স পরীক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কৃত্রিম প্রজননের জন্য এলাকা নির্ধারণ করে দিবে। এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত এলাকার বাহিরের ইউনিয়ন/স্থান সমূহ অগ্রাধিকার হিসেবে দিতে হবে। কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই আবেদনকারীকে নির্ধারিত এলাকার সংযোগ খামারীসহ নির্বাচিত গবাদিপশুর তালিকা (জাত, সংখ্যা ও বয়স) দাখিল করতে হবে। অনুমোদনোত্তর কার্যক্রম স্থানীয় কর্মকর্তার (ইউ.এল.ও, এডি(এ.পি) ও ডি.এল.ও) সাথে সমন্বয় রেখে সম্পাদন করতে হবে। শুধুমাত্র আমদানীকৃত Semen দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করার ক্ষেত্রে দেশব্যাপী নির্বাচিত এলাকায় Selective Breeding করা যাবে। উক্ত এলাকায় অন্যান্য দেশী/সংকর জাতের গাভী/বকনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মী কৃত্রিম প্রজননের কাজ সম্পন্ন করবেন। ?

৩.৫ এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান এবং ব্রিডিং বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে।

৩.৬ আমদানীকৃত সিমেন সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণাগার থাকতে হবে। সিমেন সরবরাহ, বিতরণ, ব্যবহার ও বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত SOP (Standard Operational Procedure) অনুসরণ করতে হবে।

৩.৭ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৩.৮ উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন সহ অধিদপ্তরের উপযুক্ত প্রতিনিধিবর্গ নিয়মিত ভাবে কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিচালক, সম্প্রসারণ এর বরাবর দাখিল করবেন।

৩.৯ শুধু সিমেন আমাদানীর মাধ্যমে যারা প্রাথমিকভাবে কৃত্রিম প্রজনন কাজ চালু করবেন তাদেরকে কার্যক্রম শুরুর ৪-৫ বৎসরের মধ্যে প্রচলিত নীতিমালার চাহিদা অনুযায়ী দেশের জন্য উপযুক্ত সিমেন উৎপাদনের লক্ষ্যে Bull Station এবং কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবঃ স্থাপন করতে হবে।

৩.১০ এ নীতিমালা কার্যকরী হওয়ার পূর্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে কোন বেসরকারী সংস্থা, এনজিও বা এন্টারপ্রাইজের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কোন প্রকার চুক্তি বা এম ও ইউ স্বাক্ষরিত হয়ে থাকলেও এ নীতিমালা প্রণয়নের পর তা অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

৪.০ ব্রিডিং খামার নিবন্ধন ঃ

ব্রিডিং খামার স্থাপনের জন্য নিবন্ধন প্রদানের নিমিত্তে নির্ধারিত পশুরোগ আইন-২০০৫ ও বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে শর্তানুযায়ী পর্যবেক্ষণ করার জন্য মহা-পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি আবেদনপত্রগুলো যাচাই বাছাই করে পরিচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট মতামত দাখিল করবে। পরিচালক, সম্প্রসারণ, কমিটির মতামতের উপর ভিত্তি করে নিবন্ধন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। তিনি নিবন্ধন প্রদান করলে উক্ত সিদ্ধান্ত অনুলিপির মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন। প্রদত্ত নিবন্ধন এর মেয়াদ হবে নিবন্ধনের তারিখ হতে ৫ বৎসর। নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার অন্যূন তিন মাস পূর্বে নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে। নিবন্ধন গ্রহণ ও উহার নবায়নের জন্য আবেদনকারীকে সরকার নির্ধারিত ফিস প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ যোগ্য।

পরিশিষ্ট "ক"

গবাদী পশুর জাত উন্নয়ন এবং প্রজননের জন্য সুপারিশকৃত নীতিমালা (National Livestock Development Policy-2007 থেকে উদ্ধৃত) ঃ

১.০ গবাদিপশু ঃ

(ক) স্বল্প মেয়াদী নীতি (৫ বৎসর পর্যন্ত)।

১. ক (i) না চরিয়ে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ ইনপুট সরবরাহ করে ইনটেনসিভ (intensive) পদ্ধতিতে গাভী পালন

উদ্দেশ্যঃ

- পাঁচ বছরান্তে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী ৬০০০ কেজির বেশী দুধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের গাভী সৃজন।

নীতিঃ

- প্রতি ল্যাকটেশনে অর্থাৎ ৩০৫ দিনে গড়ে ৯,৫০০-১০,০০০ কেজি দুগ্ধদানে সক্ষম এমন ধরনের গ্রিড থেকে উৎপাদিত এবং পরিক্ষিত হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর সিমেন (বীর্য) আমদানি করে উক্ত সিমেন দ্বারা নিবিড় ব্যবস্থাপনায় প্রতিপালিত হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান শংকর গাভী (দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ১০ কেজি বা অধিক) কে প্রজনন করা হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ ধরনের ১ (এক) মিলিয়ন ডোজ সিমেন আমদানি করবে এবং প্রজনন করে উহার রেকর্ড সংরক্ষন করা হবে। এ ধরণের সিমেন আমদানীর জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহ প্রদান করা হবে।

কর্মপরিকল্পনা/যে ভাবে কাজ করতে হবেঃ

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত উচ্চ পর্যায়ের ১০% খামারীর মধ্য হতে তাদের উৎপাদন সফলতা বিবেচনা করে যে সব খামারী গাভীর সনাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করতে আগ্রহী এবং যারা দুগ্ধ খামারের বর্জ্য পুনঃব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব খামার পরিচালনাসহ দুধ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ও নিবিড় খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষন গ্রহণে আগ্রহী তাদের বাছাই করতে হবে।
- খামারে ৫টি বা তার অধিক প্রজননক্ষম গাভী থাকতে হবে।

১. খ (ii) মাঝে মাঝে চরিয়ে এবং মধ্যমানের ইনপুট সরবরাহ করে সেমি ইনটেনসিভ (Semi intensive) পদ্ধতিতে গাভী পালন

উদ্দেশ্যঃ

- পাঁচ বছরান্তে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী ৩০০০ কেজির বেশী দুধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের গাভী সৃজন।

নীতিঃ

- প্রতি ল্যাকটেশনে অর্থাৎ ৩০৫ দিনে গড়ে প্রায় ৪,৫০০ কেজি দুগ্ধদানে সক্ষম, এমন ধরনের ৫০% হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর সিমেন (বীর্য) দ্বারা (50% হলষ্টেইন ফ্রিজিয়ান x 50% স্থানীয়) সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে প্রতিপালিত শংকর জাতের হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান গাভী (দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৬-১০ কেজি) কে প্রজনন করা হবে।

➢ প্রতি ল্যাকটেশনে গড়ে কমপক্ষে ২,৫০০ কেজি দুগ্ধদানে সক্ষম, এমন ধরনের শাহীওয়াল ষাঁড়ের সিমেন (বীর্য্য) দ্বারা শাহীওয়াল ও শংকর জাতের শাহীওয়াল গাভী কে প্রজনন করা হবে ।

কর্মপরিকল্পনা/যে ভাবে কাজ করতে হবেঃ

➢ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মিল্কভিটা, সিএলডিডিপি ও এনজিও কর্তৃক নিবন্ধনকৃত দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের মধ্যে যে সকল খামারী গাভীর সনাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করেন এবং দুধ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ও খামার ব্যবস্থাপনা এবং খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরনে আগ্রহী তাদের বাছাই করা হবে।

১. ক (iii) স্বল্প খরচে গাভী পালনঃ

উদ্দেশ্যঃ

➢ পাঁচ বছরাতে প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) এক হাজার কেজির অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে সক্ষম এ ধরনের দেশী গাভী সৃজন।

নীতিঃ

➢ শাহীওয়াল, রেড চিটাগং, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ ও অন্যান্য দেশীয় উন্নত প্রোজেনীর পরীক্ষিত/পিডিগ্রী ষাঁড়ের সিমেন (বীর্য্য) দ্বারা স্বল্প খরচে পালিত সকল দেশী গাভী কে প্রজনন করা হবে ।

কর্মপরিকল্পনা/যেভাবে কাজ করতে হবেঃ

➢ প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর, মিল্কভিটা, সিএলডিডিপি ও এনজিও কর্তৃক নিবন্ধনকৃত দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের মধ্যে যে সকল খামারী গাভীর সনাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করেন এবং দুধ উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ও খামার ব্যবস্থাপনা এবং খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণে আগ্রহী তাদের বাছাই করা হবে।

১. ক (iv) মিল্কভিটা (BMPCUL) কর্তৃক আমদানীকৃত বিশেষ জার্সিজাত এর জন্য পরীক্ষা কর্মসূচীঃ

➢ বাঘাবাড়ি এবং BMPCUL এর আওতাধীন অন্য এলাকার জার্সী জাতের গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা BLRI এবং BAU কর্তৃক পরীক্ষা করা হবে। যদি এ জাত উপযুক্ত হয় তবে সেমি ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা হবে।

১.ক (v) RCC, পাবনা এবং দেশী জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচীঃ

➢ RCC জাত সংরক্ষন ও উন্নয়নের জন্য BAU, BLRI এবং DLS পরিচালিত বিদ্যমান কর্মসূচীটি অব্যাহত রাখা হবে।

➢ পাবনার জাত উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য BLRI, DLS, BMPCUL এবং BAU কর্তৃক যথাশীঘ্রই আরো কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

➢ সকল প্রকার দেশী জাত সংরক্ষণ করা হবে।

খ. মধ্য মেয়াদী নীতি (৬-১০ বৎসর)

১. খ (i) না চরিয়ে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ ইনপুট সরবরাহ করে ইনটেনসিভ (intensive) পদ্ধতিতে গাভী পালন

উদ্দেশ্যঃ

- ➢ দশ বছরান্তে প্রতি ল্যাকটেশনে (ল্যাকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী ৪৫০০ কেজির অধিক দুধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের দেশী গাভী সৃজন।

নীতিঃ

- ➢ প্রতি ল্যাকটেশনে অর্থাৎ ৩০৫ দিনে গড়ে ৯,৫০০-১০,০০০ কেজি দুগ্ধদানে সক্ষম এমন ধরনের পরিক্ষিত হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর (বীর্য) আমদানিকৃত সিমেন দ্বারা নিবিড় ব্যবস্থাপনায় প্রতিপালিত শীর্ষে অবস্থানকারী হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান শংকর কে প্রজনন করা হবে ।
- ➢ খামারে ১০ বা অধিক প্রজননক্ষম গাভী থাকবে।

১. খ. (ii) মাঝারী বিনিয়োগে গাভী পালন ঃ

উদ্দেশ্যঃ

- ➢ দশ বছরান্তে প্রতিটি গাভী থেকে প্রতিদিন ১৫ কেজি এবং প্রতি ল্যাকটেশনে (লেকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) প্রতিটি গাভী গড়ে ৪,৫০০ কেজি দুধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের গাভী সৃজন।

নীতিঃ

- ➢ প্রতি ল্যাকটেশনে গড়ে প্রায় ৬০০০ কেজি দুগ্ধদানে সক্ষম, এমন ধরনের ৫০% হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান প্রজেনীর সিমেন (বীর্য) দ্বারা (50% হলেষ্টান ফ্রিজিয়ান x 50% স্থানীয়) সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে প্রতিপালিত দেশী শংকর জাতের হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান গাভী (দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৬-১০ কেজি) কে প্রজনন করা হবে ।
- ➢ প্রতি ল্যাকটেশনে গড়ে কমপক্ষে ২,৫০০ কেজি দুধ উৎপাদনে সক্ষম, এমন ধরনের শাহীওয়াল ষাঁড়ের (বীর্য) দ্বারা শাহীওয়াল ও শংকর জাতের শাহীওয়াল গাভী কে প্রজনন করা হবে ।

১. খ. (iii) স্বল্প খরচে গাভী পালন ঃ

উদ্দেশ্যঃ

- ➢ দশ বছরান্তে প্রতিটি দেশী গাভী থেকে প্রতি ল্যাকটেশনে (ল্যাকটেশন পিরিয়ড ৩০৫ দিন) ১৫০০ কেজির অধিক দুধ উৎপাদন করতে পারে এ ধরনের গাভী সৃজন করা।

নীতিঃ

- ➢ রেড চিটাগং, পাবনা ও অন্যান্য দেশীয় প্রোজেনীর পরীক্ষিত ও উন্নত ষাঁড়ের সিমেন (বীর্য) দ্বারা স্বল্প খরচে প্রতিপালিত দেশী গাভী কে প্রজনন করা হবে ।

১. খ. (iv) ঃ মিল্কভিটা (BMPCUL) কর্তৃক আমদানীকৃত জার্সিজাত পরীক্ষার জন্য বিশেষ কর্মসূচীঃ

বাংলাদেশে জার্সি জাত ৪র্থ Breeding Line হিসেবে প্রজননের জন্য ব্যবহৃত হবে কিনা তা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষার (BLRI এবং BAU কর্তৃক পরীক্ষা পরিচালিত হবে) মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

১. খ. (v) ঃ RCC, পাবনা এবং দেশী জাত কনজারভেশন ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচীঃ

- RCC জাত কনজারভেশন ও উন্নয়নের জন্য BAU, BLRI এবং DLS কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যমান কর্মসূচীটি অব্যাহত রাখা হবে।
- পাবনার জাত উন্নয়ন এবং কনজারভেশনের জন্য পরিচালিত অনান্য কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হবে।
- সকল প্রকার দেশী জাত সংরক্ষণ করা হবে।

গ. দীর্ঘ মেয়াদী নীতি (১০ বৎসর এবং তদুর্ধ)।

স্বল্প মেয়াদী এবং মধ্য মেয়াদী প্রজনন নীতি বাস্তবায়নের পর ফলাফল পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

২.০ অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য মহিষ পালন ঃ

২. (i) না চরিয়ে কেবলমাত্র সর্বাধিক ইনপুট সরবরাহ করে ইনটেনসিভ (intensive) পদ্ধতিতে মহিষ পালন

- প্রতি ল্যাকটেশনে ৩০০০ কেজি দুধ উৎপাদনে সক্ষম মুররা, নীলি-রাবি অথবা ভূমধ্যসাগরীয় জাতের মহিষের সিমেন (বীর্য) দ্বারা সমভলভূমির মহিষের প্রজননের মাধ্যমে দুগ্ধদানকারী মহিষ জাতের ক্রমোন্নতি (Continouse up gradation) অব্যাহত রাখা হবে।

২. (ii) মধ্য মানের ইনপুট সরবরাহ করে সেমি ইনটেনসিভ (Semi intensive) পদ্ধতিতে মহিষ পালন

- মহিষের ইন্টার-সী-মেটিং (Practice of inter se mating) এর মাধ্যমে ৫০% মুররা অথবা নীলি-রাবি জাতের মহিষের জিন এবং ৫০% দেশী মহিষের জিনফ্রিকোয়েন্সী সীমিত রাখা বা স্থির করা হবে।

২. (iii) স্বল্প খরচে প্রতিপালিত মহিষ পালন ঃ

- মহিষের ইন্টার-সী-মেটিং (Practice of inter se mating) এর মাধ্যমে ৫০% মুররা অথবা নীলি-রাবি জাতের মহিষের জিন এবং ৫০% দেশী মহিষের জিনফ্রিকোয়েন্সী সীমিত রাখা বা স্থির করা হবে।

২. (iv) বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলার সোয়াম্প মহিষ পালনঃ

- বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় খামার স্থাপনের মাধ্যমে সোয়াম্প জাতের মহিষের কনজারভেশন করার জন্য বিশেষ কনজারভেশন কর্মসূচী গ্রহন করা হবে।

৩.০ অধিক মাংসের জন্য গবাদিপশু পালনঃ

(i). ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে গবাদীপশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মাংস ও দুধ এ দৈত উদ্দেশ্য সফলকারী শংকর জাতের ষাঁড় (হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান x দেশী) ব্যবহার করা হবে।

(ii). এ জন্য ৫০% ব্রাহমা এবং ৫০% দেশী ক্রমোন্নতি জাতের ব্যবহার (পরীক্ষামূলক) করা হবে।

(iii). উন্নত মাংস সমৃদ্ধ দেশ হতে অধিক গুন সম্পন্ন ব্রাহমা জাতের কিছু সিমেন (বীর্য) ক্রয় করা হবে।

(iv). বিদ্যমান স্বল্প বিনিয়োগ পদ্ধতিতে উন্নত দেশী ষাঁড় (রেড চট্টগ্রাম, পাবনা এবং আদর্শ দেশী) এর ব্যবহার অব্যাহত রাখা হবে।

গবাদিপশুর অন্যান্য প্রজাতির জন্য সুপারিশকৃত প্রজনন নীতিঃ

১.০ অধিক মাংসের জন্য ছাগলপালন ঃ

(i). উন্নত মান সম্পন্ন ব্লাকবেঙ্গল জাতের পাঁঠা অথবা এর সিমেন (বীর্য) সারা দেশে ব্যবহার করা হবে।

(ii). সরকারী অথবা স্টেক হোল্ডার পর্যায়ে উন্নত মানের ব্লাক বেঙ্গল পাঁঠা অথবা এর সিমেন (বীর্য) উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।

২.০ অধিক মাংসের জন্য ভেড়াঃ

(i). দেশের ভেড়া প্রতিপালন অঞ্চলে ৫০% লোহী রমনি মার্শ-x ৫০% দেশী শংকর জাতের ভেড়ার প্রজনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(ii). সরকারী স্টেক হোল্ডার পর্যায়ে উন্নত মানের লোহী রমনি মার্শ-x দেশী পাঁঠা অথবা এর সিমেন (বীর্য) উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।

বিঃ দ্রঃ প্রজনন নীতিমালার কোন অংশ দুর্বোধ্য হলে **National Livestock Development Policy 2007**-এর ইংরেজী ভাষ্য অনুসরণ করতে হবে।